গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর

৫৪ বর্ষ ❀ ১২শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ আষাঢ়, ১৪২৪ ❀ জুলাই, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ
রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও বাণী	—	৪
৩। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী	—	৪
৪। ভগবৎ সাম্মুখ্য লাভই জীবের চরম প্রয়োজন	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫। নোংরা নিয়ে ঘাঁটার অভ্যাস ছাড়ুন	ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৬। সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা শ্রবণ কীর্ত্তন	সংগ্রাহক—শ্রী সদানন্দ দাস	৭
৭। শ্রীশ্রীগৌড়মন্ডল পরিক্রমার বিবরণী	সংগ্রাহক—বৃন্দা দাসী	৯
৮। বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরূপ শিক্ষা ক্লাস	সংগ্রাহক—শ্রী সদানন্দ দাস	১১
৯। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব	সংগ্রাহক—শ্রীমতী অবন্তিকা গড়াই	১৩
৯। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫৪ বর্ষ ❀ ১২শ সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ আষাঢ়, ১৪২৪ ❀ জুলাই, ২০১৭

সারকথা

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি' আমা' প্রতি কহিবা আপনি ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩০)

প্রভু বলে,—"বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্বথা ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩২)

ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩৩)

চারি যুগে চারি ধর্ম রাখি' ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ স্থানে চলে ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩৪)

কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩৭)

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৩৯)

শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁ'র মহাভাগ্য ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৪।১৪১)

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৬।৫৯))

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী ও বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।

—(সজ্জনতোষণী ৫ম খঃ সং ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

৩৩। শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই আচার্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন। তাহাতে কতিপয় নির্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম-প্রচার গর্হণ করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ অবৈধ কর্মের দ্বারা গদাধর বিরোধী পাষণ্ডগণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্যভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাঁহারা অদ্বৈত-পাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপটতা-মূলে অদ্বৈতপ্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা অদ্বৈতপ্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যব্রুবগণকে নিজ-ভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন।

—(শ্রীচৈতন্যভাগবত মঃ ২৪ ১৮ সংখ্যার গৌড়ীয় ভাষ্য)

৩৪। ''প্রাকৃত সহজিয়াগণ পাপচিত্ত বলিয়া বৈষ্ণবকে 'শূদ্র' বলিতে ভালবাসেন, শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত ''প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে'' শীর্ষক প্রবন্ধ)।

৩৫। লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়,—এই ভয়ে আমি যদি সত্যকথা কীর্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে 'অবৈদিক—নাস্তিক' হইলাম, সত্যস্বরূপে ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই।

—(বক্তৃতা-নরেন্দ্র-সরোবর, ২২শে আষাঢ় ১৩৩৩)

৩৬। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজশক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর-স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।

—(পত্রাবলী ৩য় খং ৮৯ পৃঃ)

৩৭। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত ''পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীতনম্''-ই—গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

—(শ্রীল প্রভুপাদ) ❑

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, জীবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তি-বিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন।

সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।

সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রী-সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা)

বৈষ্ণবই অপরকে বিষ্ণু-পূজার অধিকার দিতে সমর্থ। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোনকালেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। গুরু-বৈষ্ণবের অপূজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না।

—(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ১৮৪ পঃ)

''বিদ্যা-বুদ্ধি বা তর্ক দ্বারা মহাপ্রভুর শিক্ষা বুঝিয়া লওয়া যায় না, কেবলমাত্র সরল হইলে মহাপ্রভুর কৃপাতেই শরণাগতের হৃদয়ে তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।'' (গৌড়ীয় ২য় খণ্ড ১৬-১৭ সংখ্যা)

যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞা করেন যে—আমি এ জীবনে কখনই সাধুদিগের নিন্দা করিব না। (গৌড়ীয়, ২২ খণ্ড ৫-৬ সংখ্যা) ❑

ভগবৎ সাম্মুখ্য লাভই জীবের চরম প্রয়োজন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
স্থান-বৃন্দাবন, শ্রীল রূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধি মন্দির

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ এবং তাঁর ভক্তগণ এই স্তবের দ্বারা বন্দিত হয়েছেন। 'বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং' মানে শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু এঁদের চরণকমল বন্দনা করে, 'শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং'—শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তার বড় ভাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী 'সহগণরঘুনাথান্বিতং'—শ্রীরঘুনাথ আদি ভক্তগণ 'তং সজীবম্'—শ্রীল জীবগোস্বামী পাদ, এইসব গোস্বামীগণ actually বলতে গেলে শ্রীধাম বৃন্দাবনের trusty। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতে এসে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সঙ্গে নিয়ে এই স্থানের মহিমা উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করেছিলেন, উজ্জ্বল করার ভার ছিল ষড়্গোস্বামীর উপর। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশ ছিল যে এখানকার সমস্ত কিছু লুপ্ত গৌরব লুপ্ত, সেবা আদি উদ্ধার করবার জন্য। এটা সহজ কথা নয়, এটা Herculean task কিন্তু যিনি Sincere হন ভগবান তার সেবা গ্রহণ করেন তার প্রমাণ হচ্ছে ষড়্গোস্বামীপাদ। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ, শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস এঁনারা সকলেই ভগবদ্ রাজ্যের এক একজন দিকপাল। তাঁরা সব মহাপ্রভুর কথাকে intact রেখে সবটাকেই পরিপূর্ণ করেছেন বাস্তবতায়, সেজন্য আমরা তাঁদের স্মরণ না করে তাঁদের কথা বলতে পারি না। শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব শ্রীগোপালভট্ট-শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী এনারা সব শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করেছেন। মনোঽভীষ্ট মানে তাঁদের মনে যা আসত অভীষ্টবস্তু সেটা তাঁরা বাইরে প্রকাশ করে দিয়েছেন। সেজন্য আমরা ষড়্গোস্বামীপাদগণের কাছে সবসময় ঋণী থেকে তাঁদের কথা নিয়ে আছি। তাঁদের কথার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ভগবানকে মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ করে এই জায়গার শোভা বর্ধন করা। এইজন্য তাঁদের শত শত বার আমরা প্রণতি জ্ঞাপন করি। তাঁরা জেনেছিলেন শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভাব, তাঁর ভাব-অনুরূপ কীর্ত্তন করলেন, গ্রন্থ প্রকাশ করলেন আর ভাগবত প্রকাশ করলেন এবং শ্রীমহাপ্রভুকে দিগ্বীজয়ী ঘোষণা করলেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থতো কিছু চান নাই, শ্রীশ্রীগুরুবর্গের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ বলে গ্রহণ করে প্রচার কার্য্য চালিয়েছেন। তাঁরা বৃন্দাবনকে সকলেই ভালোবাসেন, বৃন্দাবনের ভক্তরা সকলেই স্নেহপ্রবণ, ষড়্গোস্বামীর প্রতি তাঁদের ভাব অগাধ। শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীরঘুনাথ ভট্ট এঁনারা সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গী। ভগবানের এই সঙ্গীর সঙ্গ কামনায় তাঁদের ভালোবেসে যদি আমরা তাঁদের গুণকীর্ত্তন করি তাহলে হৃদয়ে আমাদের সেরকম ভাব আসতে পারে। এই লালসায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ যেখানে যেখানে ভজন করেছেন পরবর্তীকালে ভক্তরা আমাদের সেইরকম ভজন করবার দিগ্‌দর্শন দিয়েছেন। সেইজন্য বলি, শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ—এই যে ছয় গোস্বামীপাদ—এঁনারা প্রাত্যহিক জীবনে যেরকম ভগবানকে সব ঠাঁইতে রেখেছিলেন তা শিক্ষা করতে হবে। সেজন্য রূপ গোস্বামীপাদ সনাতন গোস্বামীপাদ বলেছেন কি যে—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদম্ একম্ ন গচ্ছামি।" তাঁরা কখনও বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে পারেন নাই। কার্য্যবশে গিয়েছেন আবার কার্যবশে ফিরে এসেছেন। এরকমভাবে তাঁদের জীবনের দিনগুলো ভগবদ্ সাম্মুখ্য লাভ করবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। ভগবদ্ সাম্মুখ্য খুব বড় কথা নয় কিন্তু তাহলেও খুব ছোট কথা নয়। ভগবদ্ সাম্মুখ্য না হলে আর further যেতে পারে না। **ভগবদ্ সাম্মুখ্য লাভ হলে জীব ভগবানের প্রেমসুধা সবসময় পান করতে পারে।** আমরা শ্রীরূপ সনাতনের কথা একটু একটু আকার ইঙ্গিতে শুনলাম এরপর ধীরে ধীরে শুনতে থাকব।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"❑

নোংরা নিয়ে ঘাঁটার অভ্যাস ছাড়ুন

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্র নোংরা দেখতে দেখতে আমরা একপ্রকার অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই অভ্যাস বহুদিনের। ঈশ্বর বিমুখ জীবকে মায়ার অধীনে থাকতে হয়। এ সময় সমস্ত প্রকার নোংরা তার মধ্যে আশ্রয় করে থাকে। এখানে বাইরে যেটা সুন্দর বস্তুতঃ নোংরায় ভরা। আপাতরম্য বস্তুগুলোর মধ্যে যে খারাপ তত্ত্ব রয়েছে রয়েছে তা দেখার ক্ষমতা আমাদের নাই। তথাপি ঐ সকল অশুদ্ধ বস্তুগুলোর প্রতি মায়ার বন্ধনে লিপ্ত হই এবং তাদের নোংরাগুলোকে নিয়ে ঘাঁটতে ভালবাসি আমরা। নোংরা বাইরে হোক্ অথবা ভিতরে হোক্ ভালবাসার বস্তু নয়। ঘৃণ্য এবং সর্বদা ত্যাগের যোগ্য। তাহলে সেটা নিয়ে ঘেঁটেই বা লাভ কি? বুদ্ধিমান ব্যক্তি নোংরা ঘাঁটেন না, এর সংস্পর্শ থেকে দুরে থাকেন। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনরত সাধক বা মহাজন পদাশ্রিত জনের ঐরূপ নোংরা ঘাটার প্রবৃত্তি সর্বথা বর্জ্জনীয়।

আপনি, আমি ভক্তি জগতের লোক। সুন্দরকে নিয়ে থাকি ও সুন্দরের উপাসনা করি। আমাদের উপাস্য তত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীশ্যামসুন্দর। জগতের লোক হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য, পরনিন্দা-পরচর্চা এবং নিজের যশ-প্রতিষ্ঠা নিয়ে থাকতে ভালবাসে। ঐগুলোকে ঘেঁটে তারা আনন্দ পায়, গর্ব অনুভব করে। অপরপক্ষে আমাদের গুরুবর্গ আমাদের শ্রীকৃষ্ণের গুণগান, শ্রীগুরুদেবের গুণগান, বৈষ্ণবের গুণগান করাই শিখিয়েছেন। সকালে উঠেই মঙ্গলারতিতে আমরা গাই—''শ্রীশচীনন্দন গাও হে'', ''হরিনাম সুধারস গাও কৃষ্ণযশ''। এইগুলো নিয়ে যতই চর্চা করা যায় ততই সৌগন্ধ লাভ হয় এবং অপ্রাকৃত আনন্দে জীবন ভরপুর হয়ে যায়। এটি পরিক্ষীত সত্য। তাহলে কেন আমরা মায়িক জগতের কুঅভ্যাস গুলোকে এই অপ্রাকৃত ভক্তিজগতে চালানোর চেষ্টা করবো? যিনি বা যারা ঐ চেষ্ঠায় থাকেন এবং তাদের নিজেদের ক্ষতি তো বটেই, সেই সঙ্গে ভজন পরিবেশ দূষিত হয়, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের বিরাট ক্ষতি হয়। তা যদি আমরা বুঝতে না পারি সেটা দুর্ভাগ্যের।

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের তৈরী পবিত্র স্থান এই মঠ-মন্দির। এখানে আমরা অনেকেই দুর্বল সাধক জীব। আমাদের দুর্বলতা তখনই ধরা পড়ে যখন আমাদের মধ্যে হরিকীর্তনে অরুচি ও সমালোচনায় রুচি অধিক দেখা যায়। হরিনাম জপ বা পাঠ শ্রবণকালে আমরা নিদ্রায় অভিভূত হই অথচ অন্যের নিন্দা-চর্চা শুরু হলেই পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা লাভ করি। অসৎসঙ্গ বা কুসঙ্গে আমাদের রুচি। সেই কুসঙ্গের প্রভাব খুব সহজভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। কি অদ্ভুত আমাদের স্বভাব। নোংরা ঘাঁটার সময় আমাদের আনন্দ বা উৎসাহের অভাব দেখা যায় না। এই ভাবেই আমাদের শুদ্ধমনকে আমরা নোংরাযুক্ত করে ফেলছি। মনের পূর্বের নোংরা সরানোর পরিবর্ত্তে উল্টো নোংরা ঘাঁটতে গিয়ে মনের মধ্যে আরও নোংরা জমা করে ফেলছি। ফলে মনের নির্মলতা চিরতরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই বলি হরিকীর্তন বাদ দিয়ে নোংরা ঘেঁটে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের চরণে অপরাধ ও নিজের মনে কলুষতার বৃদ্ধি করে লাভ কি?

শ্রীল গুরুদেব গোলকের জন। তাঁর পবিত্রতা ধর্ম সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করছে। আপনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। আপনার মধ্যে সেই পবিত্রতা ধর্ম সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় বটে। আপনার সঙ্গ প্রভাবে অন্যেরাও সেই পবিত্রতা লাভ করবে। সাধুর কাছে বসে সকলেই পবিত্রতা অনুভব করেন, নিতান্ত অপরাধী বা নিন্দুক ছাড়া। কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষের মহামান্য প্রধানমন্ত্রী আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবকে নতমস্তক হয়ে করজোড়ে নমস্কার করেছেন, আপনি তা নিশ্চয়ই দেখেছেন। এরা কেন প্রণাম করে তা আপনি জানেন কি? এই সৌম্যরূপ, সুশীতল চরণ দর্শন বা স্পর্শ করা জগতে দুর্লভ। সাধু নিজ দর্শনে সব নোংরাকে অনায়াসে সরিয়ে দিতে সক্ষম।''দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ''—এই প্রভাব অন্যেরা অনুভব করেন, আপনি পাচ্ছেন না কেন?

আপনি কি জানেন যাদের নোংরা আপনি ঘাটেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের মধ্যে একফোঁটাও নোংরা নাই। কেবল আপনার মতো দুর্ভাগার জন্য কখনও কখনও তাঁরা নিজের শরীরের বহিরঙ্গে ধূলার মত নোংরাকে আশ্রয় দেন। আবার কখনও বা তাঁদের ভজন পরিপক্কতার পরীক্ষাস্বরূপ ভগবৎ দত্ত কোন নোংরার ছিটেফোঁটা গায়ে এসে পড়ে। ওগুলো

আমাদের দর্শনীয় নয়। ''দৃষ্ট্বৈঃ স্বভাব-জনতৈর্বপষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ''—এগুলি মহাজন বাণী। ঐ সকল বাণীর দ্বারা সাধু চিনতে হবে। ভগবৎ প্রেরিত বাধাবিপত্তির চাবুক খেতে খেতে ওদের চামড়া এত মোটা হয়ে যায় যে, আপনার ছোঁড়া নোংরা প্রকৃতপক্ষে ওদের গায়ে স্পর্শ করে না, বরং ধাক্কা খেয়ে আপনার দিকে ফিরে এসে আপনার হৃদয়কে নোংরা করে। তাই সাধু সাবধান!

গুণ দোষ মিশ্রিত এই জগত। নিষ্কাম কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত সকলের মধ্যেই দোষ আছে। মায়িক গুণজাত দোষে সকলেই দুষ্ট। অথচ আশ্চর্য এই যে আমরা সর্বদা অন্যের দোষ দেখি। নিজের মধ্যে শত শত দোষ থাকলেও ঐগুলোকে দেখে সরানোর ব্যবস্থায় আমাদের রুচি নাই। অন্যের দোষ দেখতে আমাদের অধিক রুচি। দোষ দেখা মানেই নোংরা ঘাঁটা। 'দোষ' এমন একটা জিনিষ যার চিন্তা করতে থাকলে অন্যের দোষটি আলোচনাকারীর ভিতরে প্রবেশ করে। নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিয়ে বাস করতে থাকে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশেষতঃ যারা গৌড়ীয় তারা অন্যের দোষ দর্শন বিষয়ে উদাসীন হন। নোংরা যারা ঘাঁটে তাদের প্রতি তাঁরা উদাসীন থাকেন এবং সর্বদা নিজ দোষ দর্শন করে অর্থাৎ স্বদোষদর্শী হয়ে তারা আপন ভজনে নিযুক্ত থাকেন।

আপনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। অন্তঃকরণ পরিষ্কার করার জন্য আপনার এখানে আসা। গুরুবর্গ ঐ কার্যে দক্ষ। তাঁরা নোংরাকে কোনদিন প্রশয় দেন না। বরং ঝাড়ু দিয়ে নোংরাকে বের করে দেওয়ার কাজ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। এঁদের শিষ্য করার উদ্দেশ্য তাই। আপনাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ভগবৎ সেবায় লাগানো এঁদের কাজ। আপনি জানেন আমাদের প্রাণ দেবতা মহাপ্রভু 'শ্রীগুণ্ডিচা মার্জন'' লীলার মাধ্যমে ঐ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমাদের গুরুবর্গও সেই ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। আপনারাও গুণ্ডিচা মার্জন করেন। যারা ঐ কার্য ঠিক ঠিক করেন না বা ঐ লীলার ভাবার্থ বোঝার চেষ্ঠা করেন না তারাই প্রকৃতপক্ষে নোংরা ঘাটেন। সাধক প্রত্যহ আত্ম সমীক্ষার মাধমে মনের নোংরা গুলোকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন, সেই সঙ্গে অন্যের নোংরা ঘাটার থেকে বিরত থাকবেন এটাই সাধন।❑

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরধাম পরিক্রমণের প্রাক্কালে সপ্তাহকাল ব্যাপী গৌরকথা শ্রবণ কীর্ত্তন

বক্তাঃ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) **সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস, ব্রহ্মচারী (কলকাতা)**

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত হলো রস তত্ত্বের সিদ্ধান্ত, সে দাস্যরস হোক কি মধুর রস সেখানে এমন বিশুদ্ধতা রয়েছে যে রসাভাস দোষের কোন প্রশ্রয় নেই। বৈষ্ণবের কাছে না পড়লে ভাগবতের অনুভব আসবে না, ভক্তির রসের অনুভব পাবে না এবং এও বললেন যদি ভক্তির শুদ্ধতা পেতে চাও তাহলে চৈতন্যের চরণে একান্ত আশ্রয় করতে হবে।

শুদ্ধ ভক্তির কথা, রসের চুলচেরা বিচার, উপযোগিতা, রসের চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকর আদি ব্যতীত কেউ করেন নাই। শ্রীরূপ, সনাতন, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ আদি যারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারে দিক্‌পাল ছিলেন, তাদের কোন তুলনা নাই। শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে এঁনারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বশীভূত করে রেখেছিলেন। এই সকল পার্ষদগণকে ঘিরে তিনি প্রেম আস্বাদন করেছেন। স্বজাতীয় আশয়যুক্ত স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গে প্রেম আস্বাদিত হয় ও চর্চিত হয় এবং প্রেম বর্দ্ধিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের প্রত্যেকে যে এক এক রসের সেবক, তাঁদের চরিত্রের একাশোভাগ তুলে ধরে মহাপ্রভুর দেওয়া বিশুদ্ধ ভক্তি, বিশুদ্ধ প্রেমের পথ যে কত উচ্চ সেটার পরিচয় দান করছে।

সেই শচীদেবীর পুত্র শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যকাল আমার ভাবনার পথে আবির্ভূত হোন। ভাবনার একটা পথ রয়েছে। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ সাধনের একটা পথ রয়েছে। ভক্তি করতে গেলে হাত দিয়ে করা যায় আবার পা দিয়েও করা যায়—পরিক্রমণ করে। আবার শাস্ত্রকারগণ বলেছেন—''মানস প্রচারৈ'', মন দিয়েও করা যায়।

''পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥''(গীতা ৯।২৬)

গীতায় বলছেন—পত্র, পুষ্প, ফল, জল যদি কেউ

ভক্তিপূতঃ চিত্তে অর্পণ করে তা আমি (ভগবান) গ্রহণ করি। এটা একটা সিদ্ধান্ত। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে নবধা ভক্তি দিয়ে সেবা করা—একেও ভক্তি বলে জানি। কিন্তু ভাবনার পথ, মনের পথের মাধ্যমে ভক্তি করা যায়—এর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে রয়েছে। যখন শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ অসুর বালকগণকে হরিকথা বলছিলেন, বালকগণ শ্রীপ্রহ্লাদকে প্রশ্ন করেছিলেন —আচ্ছা প্রহ্লাদ! আমাদের তো অসুরকুলে জন্ম, দেব-দেবী বলে আমাদের কিছু নেই, আমাদের আবার হরি উপাসনা কি? যাঁকে দেখতে পাইনা তাঁকে আবার কিসের উপাসনা? যিনি অদৃশ্য তাঁকে আবার কিসের ভালোবাসা? তখন প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তরে বললেন—

''ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ ॥''

(ভাঃ ৭।৬।১৯)

হে অসুর বালকগণ! ভগবানকে ভালোবাসা সহজ, বহু আয়াসের প্রয়োজন নাই। যিনি আমার আত্মার আত্মা হয়ে হৃদয়ে বসে আছেন, তাকে ভালোবাসা কঠিন? যিনি সর্বত্র রয়েছেন তাকে ভালোবাসা কঠিন? সেই ভগবানকে মানসে কিছু দিলেও, তাঁর খাওয়া হয়ে যায়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর এই শ্রীগোদ্রুম ধামে স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে বসে এসকল গ্রন্থ রচনা করে শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তপ্রীতিগুণকে স্মরণ করতে করতে আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয়-দিবস—বিকাল

চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ গ্রন্থে উপাস্য নিষ্ঠা শ্লোক বলেছেন—

অন্তর্ধ্বান্তচয়ং সমস্তজগতামুন্মুলয়ন্তী হঠাৎ।
প্রেমানন্দ রসাম্বুধিং নিরবধি প্রোদ্বেলয়ন্তী বলাৎ।
বিশ্বং শীতলয়ন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণানিশং
স অস্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু চকিতং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা ॥

(শ্লোক সংখ্যা—৭৫)

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এবং শ্রীচেতন্যদেবের প্রেমদান লীলার পরবর্তী কালে জগতের যে অবস্থা সেই অবস্থার বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন—

অন্তর্ধ্বান্তচয়ং .... হঠাৎ—আমাদের কৃষ্ণভোলা জীবের হৃদয় কামনা বাসনা, ক্রোধাদি সমস্ত প্রকার অনর্থের বাস হেতু হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন, যেখানে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণচেতনা বিলুপ্তি ছিল। সে স্থানে কোন আলোর প্রবেশ ছিল না। সেই অধর্মের কুজ্ঝটিকা যে হৃদয়ের অন্তঃস্থল সেই স্থানে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাসনার প্রতিপত্তি ছিল। ধর্মের, অর্থের কামের জ্বালায় মানুষ ছটফট করত। হৃদয়ের অন্ধকার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর যেন আলোকিত হয়ে উঠল। কামনা-বাসনার মল, ধর্ম, অর্থ বাসনার মল এমনকি মোক্ষ বাসনার মলকেও হঠাৎ এক কীর্ত্তনের ধ্বনি এসে যেন ঘন মেঘকে উড়িয়ে দিয়ে হৃদয় আকাশকে পরিষ্কার করে দিল। জীবের হৃদয় আকাশ নির্মল হয়ে উঠল। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রথমে বন্দনায় বলছেন—

''বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ১।২)

গৌর নিত্যানন্দের বর্ণন প্রসঙ্গে বলছেন চন্দ্র এবং সূর্য দুইজনে একসঙ্গে উদিত হলেন, অদ্ভুত বিচিত্র এই আবির্ভাব। সূর্য্য প্রকাশরূপে এসে হৃদয়কে আলোকিত করলেন আর চন্দ্র স্নিগ্ধ আলো দ্বারা তাপকে জুড়িয়ে দিলেন।

''দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্তি রস-পাত্র ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ১৯৮-৯৯)

গৌর নিত্যানন্দ এসে কি দিলেন-এক গ্রন্থ ভাগবত আর এক ভক্ত ভাগবত। এই দুইয়ের সঙ্গ দান করে ধর্ম-অর্থ-কাম পিপাসা-মোক্ষ বাঞ্ছা সমস্তকে উড়িয়ে দিয়ে গেলেন। আজ একমাত্র চৈতন্যের ভক্তগণই মোক্ষকে তিরষ্কার করেন।

''অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা, আদি এই সব ॥
তার মধ্যে 'মোক্ষ বাঞ্ছা' কৈতব প্রধান
যাহা হৈতে 'কৃষ্ণভক্তি' হয় অন্তর্ধান ॥''

(চৈঃ চঃ আ। ৯০,৯২)

কি রকম আনন্দ শ্রীচৈতন্যদেব নিয়ে এলেন যেখানে মুক্তির আনন্দও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। শ্রীচৈতন্যদেবের কেবল নাচাগাওয়ার মধ্যে দিয়ে 'উন্মুলয়ন্তী' মানে সমূলে উৎপাটিত হলো তৎক্ষনাৎ। 'প্রেম' কি বস্তু—জগতের জীব

জানত না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এমন এক প্রেমানন্দ এসে হাজির হলো যে 'নাচ গাও ভক্তসঙ্গে করো সংকীর্ত্তন'—এমন একটা সুন্দর সহজ সাধন এসে এক দুর্লভ বস্তু 'প্রেম' আমাদের হৃদয়ে পৌঁছে দিল। হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থলে যে নোংরা, পঙ্কিলতা, মোক্ষবাঞ্ছা ছিল সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করে মানবকে প্রেমানন্দ দান করল। 'প্রেমানন্দ রসাম্বুধিং.... বলাৎ'—বলপূর্বক জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে প্রেমকে প্রবেশ করালেন। যদি শ্রীচৈতন্যের নাম, ধাম, ভক্ত ও সেবা কে ভালোবাসতে শিখি তো নিত্য নতুন উচ্ছ্বাস নিত্য নতুন প্রেমের তরঙ্গ আমাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলবে। যে প্রেমের জন্য আমাদের গৌরধামে আসা সে ব্যাপারে কবি বলছেন—

''জীবন সার্থক করে সর্ব্বজীব চিত্ত হরে
সেই সাগরের এক বিন্দু।''

''বিশ্বং শীতলন্ত্যতীব বিকলং তাপত্রয়েণনিশং''—ত্রিতাপ জ্বালায় মানুষ অত্যধিক ত্রাস্ত হয়েছিল আমরা সকলেই দেখেছি ত্রিতাপ জ্বালা কিরকম। ক্লেশ, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রনা হৃদয়কে জ্বালিয়ে ছাড়খার করে দেয়। সে স্ত্রী পুত্র সাধু অসাধু বাছে না তার এই স্বভাব। এটা মায়াদেবীর কার্য। যে পর্যন্ত ঐ প্রেমের সাধনের মধ্যে আমরা প্রবেশ না করব, যে পর্যন্ত ঐ প্রেমের স্পর্শ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ না করবে, সে পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই এই ত্রিতাপ জ্বালা আমাদের ছাড়বে না। মায়াদেবী ত্রিগুণাত্মিক, সাত্ত্বিক, তামসিক এবং রাজসিক গুণ দিয়ে জীবকে বন্ধন করলেন আর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক তাপত্রয়ে জীবকে উত্যক্ত করে মারলেন। এমন একটি সংসারে এসে শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে নিরন্তর শীতলতা প্রদান করলেন। তাই শ্রীচৈতন্যদেবকে চন্দ্রের সঙ্গে উপমা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সূর্যসম, সূর্যের আলোকে তাপ রয়েছে, চন্দ্রের আলোকে শীতলতা স্নিগ্ধতা রয়েছে। আমাদের গৌরহরি কলির দেবতা, শুধু আলোক দেন না, স্নিগ্ধ আলোক প্রদান করেন। শুধু আমার বা আমাদের হৃদয় স্নিগ্ধ হবে না আমাদের আশেপাশে আরো সকলের হৃদয় স্নিগ্ধ হবে। এইভাবে শীতলতা প্রাপ্ত হবে।

''সাস্মাকং হৃদয়ে চকাস্তু চকিতং চৈতন্যচন্দ্রচ্ছটা''—

এই চৈতন্যদেব যাঁর অঙ্গচ্ছটায় জগত প্লাবিত হলো।

শ্রীলকবিরাজ গোস্বামীপাদ বর্ণন করছেন—

'যেন কাঁচা সোনা দ্যুতি দেখি বালকের মূর্ত্তি।'' সেই ছটা যুক্ত গৌরহরি আমাদের হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্যও প্রকাশিত হোন। আমাদের হৃদয়ে লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা এদেরকে তাড়িয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রকাশিত করা চৈতন্য প্রেমে হৃদয় আপ্লুত হওয়া খুব কঠিন হলেও কলিহত জীবের পক্ষে তা' সহজ হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায়। একক্ষণের জন্যও সেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি আমাদের প্রেম বর্দ্ধিত হোক, তিনি আমাদের হৃদয়ে নির্মল প্রেমের সঞ্চার করুন, এই প্রার্থনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌড়মন্ডল পরিক্রমার বিবরণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংগ্রাহক—বৃন্দা দাসী, বীরভূম

এক সময় গৌড়ীয় গগনের মূল পুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবনে গিয়ে ভজন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, এই তারকেশ্বর মহাদেব তাঁকে স্বপ্নাদেশ করেন বৃন্দাবন অভিন্ন নবদ্বীপধাম লুপ্ত প্রায় অবস্থায় রয়েছে—সেই লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করে জগতের সামনে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁর ধামের মহিমা প্রচার করতে। তাঁর আশীর্বাদ শিরোধার্য্য করেই শ্রীলভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় কার্য্যে তৎপর হয়েছিলেন।

সেখান থেকে রওনা হয়ে দুপুর ২টা নাগাদ বাস খানাকুল কৃষ্ণনগর পৌঁছায়।

খানাকুল কৃষ্ণনগর—শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের শ্রীপাট, যিনি কৃষ্ণলীলায় শ্রীদাম সখা ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। এখানে শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউর অপূর্ব মূর্ত্তি পূজিত হচ্ছেন। এই গোপীনাথ বিগ্রহ শ্রীঅভিরাম গোপালকে স্বপ্নাদেশ করে ভূগর্ভ থেকে প্রকটিত হন এবং শ্রীঅভিরাম গোপালের সেবাগ্রহণ করেন। একদিন শ্রীঅভিরাম গোপাল সখ্যরসে বংশী বাদন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিরাট এক কাষ্ঠ খন্ড তুলে বাজাতে শুরু করেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের জয় মঙ্গল নামে এক প্রসিদ্ধ চাবুক ছিল, তিনি যাকে সেই চাবুকে আঘাত করতেন তারই কৃষ্ণ প্রেমোদয় হোত।

শ্রীগোপীনাথ জীউর দর্শন, আরতী কীর্ত্তন করে সেখান

থেকে রওনা হয়ে শ্রীরামপুরে রাত্রিবাস হয়।

১৬/০৪/১৭ রবিবার—শ্রীরামপুরঃ সকাল ৬টায় সংকীর্ত্তন শোভাযোগে রওনা হয়ে প্রথমে মাহেশের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আসা হয়। পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল আরানা মাহেশ। এখন শ্রীরামপুর হুগলী জেলার অন্তর্গত। অপূর্ব শ্রীজগন্নাথ বলদেব-সুভদ্রা দেবী বিরাজ করছেন, শ্রীকমলাকর পিপ্পলায় সেবিত। সেখানে আরতী-পরিক্রমা করা হয়। অনতিদূরে শ্রীনিত্যানন্দ পুত্র শ্রীবীরভদ্র প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাবল্লভ জীউর দর্শনে যাওয়া হয়। শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ বিস্তারিত ভাবে স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে প্রসাদ অন্তে সকাল ৮.৩০ টা নাগাদ বাস রওনা দেয় কুলীন গ্রামের পথে এবং কুলীন গ্রামের নিকটবর্তী গোপালপুর গ্রামে এক প্রসিদ্ধ কালীমন্দির চত্বরে বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়।

কুলীন গ্রাম—বিকাল ৪.০০ টা নাগাদ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে ৩ কি.মি হাঁটা পথে পরিক্রমা পার্টি কুলীন গ্রামে পৌঁছায়। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত-কুলীন গ্রামে অগণিত গৌর পার্ষদগণের ভজন স্থলী। কুলীন গ্রামের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে—

''কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥
বানীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবেই চৈতন্যভৃত্য, চৈতন্য প্রাণধন ॥
প্রভু কহে, কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চড়ায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।৮০-৮৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে আগমন করেছিলেন—তাঁর শ্রীচরণ চিহ্ন এখনও পূজিত হচ্ছেন। মহাপ্রভুর আদেশে এখান থেকে শ্রীজগন্নাথের রথ যাত্রায় পট্টডোরী যায়। শ্রীহরিদাস ঠাকুর এখানে ভজন করেছিলেন। শ্রীমালাধর বসুর বসতবাড়ী এখনও বর্তমান রয়েছে। সেসব স্থান দর্শন করে সংকীর্ত্তন করতে করতে সন্ধ্যা ৭.৩০ টা নাগাদ পরিক্রমা পার্টি কালীমন্দির চত্বরে ফিরে আসে।

১৭/০৪/১৭ সোমবার—সকাল ৬টায় রওনা হয়ে হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে পৌঁছায়। সংকীর্ত্তন করতে করতে হাঁটা পথে প্রথমে শ্রীউদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ী দর্শনে যাওয়া যায়।

সপ্তগ্রাম—হুগলী জেলার অন্তর্গত। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। পূর্বে ইনি ব্রজে সুবাহু নামক গোপ সখা ছিলেন, ইনি সমৃদ্ধশালী বণিক ছিলেন-শ্রীশ্রীনিত্যানন্ত প্রভুর বিশেষ কৃপা পাত্র হন।

''জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর ॥''
যতেক বণিক্ কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥
বণিক-তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৪৫২-৪৫৪)

শ্রীজাহ্নবা মাতা এখানে এসেছিলেন। সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়ভূজ মূর্ত্তি দর্শন করে বৈষ্ণবগণ নৃত্য কীর্ত্তন করেন। সেখান থেকে সংকীর্ত্তন করতে করতে অনতিদূরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী'র পৈত্রিক ভিটা দর্শনে যাওয়া হয়, সপ্তগ্রামের অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে। ইনি ষড়গোস্বামীর অন্যতম একজন। ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা-সম পত্নীকে ত্যাগ করে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটি গ্রামে গঙ্গাতীরে নৃত্য-কীর্ত্তন কালে এই রঘুনাথ দাসকেই দন্ড দিয়ে চিড়া দধি-মহোৎসব করিয়েছিলেন।

শ্রীপাদ পর্যটক মহারাজ পথিমধ্যে শ্রীরঘুনাথের আরও অনেক ভজনাদর্শের কথা কীর্ত্তন করতে থাকলে ভক্তগণ শ্রবণ করে মুগ্ধ হন। অতঃপর পানিহাটী অভিমুখে বাস রওনা হয়। পানিহাটি পৌঁছায় বেলা ১২টা নাগাদ।

পানিহাটি—শ্রীরাঘব পন্ডিত ভবন। শ্রীরাঘব পন্ডিত কৃষ্ণলীলায় ধনিষ্ঠা সখী ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুনঃ গৌড়দেশ গমন কালে পানিহাটিতে শ্রীরাঘব পন্ডিতের গৃহে আসেন।

''কতদিন থাকি' প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি—রাঘব মন্দিরে।।
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পন্ডিত।
দন্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৫, ৭৭)

(ক্রমশঃ)

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরূপ শিক্ষা ক্লাস

স্থান- শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলকাতা তারিখ- ১লা থেকে ৬ই জুন, ২০১৭
বক্তাঃ- শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন
সংগ্রাহক-শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্বাদ শিরোধারন করে মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ গত ১লা জুন থেকে ৬ই জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ছয়দিন ব্যাপী বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রতিদিন বিকাল ৩টা হতে ৪.৩০টা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে ''শ্রীরূপ শিক্ষা'' ক্লাস আলোচনা করেন। প্রতিদিন ৬০ প্রায় জন করে ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। সেই শ্রীরূপ শিক্ষার সারাংশ নিম্নে আলোচিত হল—

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি এবং তাঁর ভাই শ্রীসনাতন দুইজনে রামকেলি গ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শন করা অবধি, মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করেছিলেন। তাঁরা দুই ভাই তৎকালীন বাংলার রাজা হুসেন শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন। একজন প্রধানমন্ত্রী ও অপরজন কোষাধ্যক্ষ পদে ছিলেন। পরে শ্রীরূপগোস্বামী কৌশলে সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এলাহাবাদ (প্রয়াগ) ত্রিবেণী সঙ্গম দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেখানে দশদিন মহাপ্রভু শ্রীলরূপ-গোস্বামীকে লক্ষ্য করে সংক্ষেপে অভিধেয়তত্ত্ব বিষয়ক ভক্তিরসের শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাদ তাঁর 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে তা 'শ্রীরূপ শিক্ষা' নামে বর্ণন করেছেন। মহাপ্রভু তিনি রসিকশেখর কৃষ্ণের রাধাভাবদ্যুতি সমন্বিত বিগ্রহ আর শ্রীলরূপগোস্বামীপাদ তিনি শ্রীরাধারাণীর নিত্যজন শ্রীরূপমঞ্জরী। এইভাবে তাদের নিত্যভাব থাকলেও জড় সাধক জীবের শিক্ষার্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে লক্ষ্য করে এই ভক্তিরসের শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীরূপ শিক্ষা মানে শুদ্ধ ভক্তি রসের শিক্ষা। তাই মহাপ্রভু প্রথমেই বললেন—

''পারাপার শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯)

'ভক্তি' এক বিরাট রস-সমুদ্র তুল্য, যার এপার ওপার নেই। সেই রসের একবিন্দু অর্থাৎ সংক্ষেপে চাখালেন। পরবর্তীকালে এই বিন্দু থেকেই আরেকটি সিন্ধু অর্থাৎ 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন শ্রীরূপগোস্বামীপাদ। শ্রীমহাপ্রভু দেখালেন ব্রহ্মান্ডে অনন্ত বদ্ধজীবের মধ্যে কৃষ্ণভজন করবার জীব খুব দুল্লর্ভ।

এই বদ্ধজীবের স্বরূপ বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—

''সুক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ''।

সমস্ত জীবকুলের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম দুইভেদ। আবার জঙ্গমের মধ্যে তির্যক ও জলচর এরা কৃষ্ণভজন করতে পারে না। তার মধ্যে মনুষ্য জাতির সংখ্যা খুবই কম। অন্যান্য জন্তু জানোয়ার পতঙ্গ আদির সংখ্যায় অনেক বেশী। মানুষের মধ্যে আবার পশু প্রবৃত্তি যুক্ত মানুষ ম্লেচ্ছ, বৌদ্ধ শবর ইত্যাদি নীচ জাতি তারা হরিভজন বোঝে না। কেউ কেই বেদমুখে মানেন কিন্তু বেদ নিষিদ্ধ পাপ কর্ম করেন আর যারা প্রকৃত বেদ মানেন তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় কর্ম্মী, জ্ঞানীর সংখ্যা তুলনায় অনেক কম হলেও কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা জ্ঞানীর থেকেও বহু অংশে কম। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—

''কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় এক জন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত -মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥''
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
''ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী-সকলই অশান্ত ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৮-১৪৯)

তাই কৃষ্ণভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ কৃষ্ণভক্তগণ ভুক্তি মুক্তি আদি কামনা করেন না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলছেন—

''মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিস্বপি মহামুনে ॥''
(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১৪।৫)

যে সকল জীব এই ব্রহ্মান্ড পরিভ্রমণ করতে করতে পূর্ব ভাগ্যফলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জন করে সাধুসঙ্গ বা

সাধুসংস্পর্শ পেয়েছেন তারা ভাগ্যবান, তার থেকেও মহাভাগ্যবান জীব যারা কৃষ্ণভক্তির বীজ পেয়েছেন।

''ব্রহ্মান্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

''ব্রহ্মান্ড—ব্রহ্মা কর্তৃক রক্ষিত নিয়মিত চতুর্দশ ভুবনই ব্রহ্মান্ড। ভূ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—উর্দ্ধে এবং অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল নীচে—এই চৌদ্দটি লোক। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই পাঁচটি লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর মিশ্রিত প্রাণীদের বাস। পাঁচটি উর্দ্ধলোক এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপার সমূহ অবস্থিত, ভূ-লোকে স্থূল ব্যাপার। সূক্ষ্ম শরীরের সহিত স্থূল শরীর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে রূপ রস ইত্যাদি গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন লোকে গতি হয়। এর নাম ব্রহ্মান্ড ভ্রমণ। এই ব্রহ্মান্ড ভ্রমণের বাসনা যার শেষ হয়েছে তিনি ভাগ্যবান জীব। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা করছেন আর একজন বঞ্চনা করে কৃপা গ্রহণ করছেন না—এরূপ নয়''—শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি।

''গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

প্রসাদ অর্থাৎ **যা প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হয়ে প্রদত্ত হয় তাহাই প্রসাদ।** যে ভাগ্যবান জীব শ্রীগুরুপদাশ্রয় করে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণান্তর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের মুখে শাস্ত্রাদি শ্রবণ করে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করেছেন এবং সম্বন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কৃষ্ণসেবা করবার অভিলাষ জেগেছে তিনি প্রকৃত পক্ষে ভক্তিবীজ লাভ করে সাধন শুরু করেছেন। সাধকজীব নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা সেই ভক্তিলতা বীজের সেবা করবেন। সাধনকালে সাধককে যে দুটি বিপদ থেকে সাবধান করলেন মহাপ্রভু এক হলো বৈষ্ণব অপরাধ মত্ত রূপ হস্তীর উদ্দাম এবং অন্যটি উপশাখা।

''যদি বৈষ্ণব-অপরাধ-উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিন্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৬)

ছয় প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ—

''হন্তি নিন্দন্তি বৈদ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ঘট্ ॥

(স্কন্দপুরাণ)

ছয় প্রকার বৈষ্ণব অপরাধের নির্যাসরূপ বৈষ্ণব নিন্দা সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ মহাপ্রভু বললেন। সেজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে—'ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা, বৈষ্ণবকে শ্রীগুরুদেবের পরিকর বলে জানতে হবে, সেইজন্য বৈষ্ণব আদর, বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণব সঙ্গ করতে হবে। আর ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী। জীবহিংসন, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি এসব উপশাখার কথা বললেন। মালী অর্থাৎ যিনি সেবন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি এসব উপশাখার ছেদন করবেন তবে ভক্তিলতার মূল শাখা তড়তড় করে বেড়ে বৃন্দাবন যাবে। এখানে মহাপ্রভু একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম এই পাঁচটা State সাধকের কাছে আর কঠিন থাকবে না। কৃষ্ণ পাদপদ্মের সেবা প্রাপ্তিই জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, তাতে আর বিলম্ব থাকবে না। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার প্রকার পুরুষার্থে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির কাছে তুচ্ছ।

''এইত পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৪)

তারপর শুদ্ধভক্তির স্বরূপ লক্ষণ বলতে গিয়ে মহাপ্রভু বললেন—

''অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি 'জ্ঞান' 'কর্ম'।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনুশীলন ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন—

''মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥''

শ্রীলরূপ গোস্বামীপাদকে লক্ষ্য করে এই প্রেমপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত দেখিয়ে কিছুটা দিগ্‌দর্শন তার আগে দিলেন। যেমন—প্রেমের কয়টি বিভাগ যথা—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব এসকল প্রেমের স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই চারিটি ভাব মিলিত হয়ে 'কৃষ্ণভক্তিরস' হয়। কৃষ্ণ ভক্তের ভাব ভেদে রস দ্বাদশ প্রকার। পাঁচটি মুখ্য রস যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, হাস্য, অদ্ভুত বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস্য, ভয়ানক এই সাতটি গৌণরস।

মধুর রসের আবার দুইটি ভাগ—(১) ঐশ্বর্য্যমিশ্রা এবং (২) কেবলা। যারা কেবলা প্রেমের উপাসক বা কেবলা ভক্তি করেন তারা কেবলমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন গোলকবিহারী কৃষ্ণের

সেবা করেন তারা মথুরেশ কৃষ্ণ বা দ্বারকেশ কৃষ্ণের সেবা করেন না। পাঁচটি মুখ্য রসের গুণবিশেষ ব্যাখ্যা করলেন—শান্ত রসে ইষ্টনিষ্ঠা গুণ দেখা যায়, **দাস্যে** শান্তের গুণ ইষ্টনিষ্ঠা এবং বিশেষে সেবন ধর্ম, সখ্যেতে পূর্বোক্ত দুইটি গুণ এবং বিশ্রম্ভ বা নিঃসকোচ ভাব, **বাৎসল্যে** পূর্ব পূর্ব রসের গুণ আর বিশেষে মমতাধিক্য এবং **মধুর** রসে সর্বাঙ্গ দিয়ে সেবা ও পূর্বের সকল গুণের সমাবেশ। সেখানে আর কোন রকম 'নিজত্ব' বা 'অমিত' ভাব থাকছে না। যারা অর্থাৎ যে সকল সাধক ভজন করবেন এবং তাদের মধ্যে যারা ভজন চতুর হবেন তারা মধুর রতিতেই ভজন করবেন। শ্রেষ্ঠ আনন্দ শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর একটা প্রেম যেটা শ্রীকৃষ্ণের চরণে গিয়ে রসের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তাই মহাপ্রভু বললেন—

''মধুর রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন-মমতাধিক্য হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসের হয় 'পঞ্চ' গুণ ॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥''

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।২৩১, ২৩২, ২৩৪)

এইভাবে মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীপাদকে লক্ষ্য করে খুব সুন্দরভাবে শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে দেখালেন যে মধুর রতিতে কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি এভাবে শেষ করলেন। দশদিনের এই শিক্ষাক্রম আমাদের জীবনে প্রবেশ করুক, মধুর রসের ভক্তিতে সাধন করে আমাদের জীবন ধন্য করতে পারি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা। ❑

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের প্রবেশোৎসব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব

শ্রীমতী অবন্তিকা গড়াই, কলকাতা

জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী পাদ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা পুরীধামস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নবনির্মিত মন্দিরের শুভ দ্বার উদ্‌ঘাটন শ্রীগৌর গদাধর বিনোদ মঠের জীউ এর প্রবেশোৎসব গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ও মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে গত ২৩শে জুন, ২০১৭ শুক্রবার গৌরপার্ষদ প্রবর শ্রীল সারঙ্গমুরারী ঠাকুরের শুভ আবির্ভাব তিথি বাসরে হরিসংকীর্ত্তন মুখে সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বিধান অনুসারে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা হইতে রথ যাত্রা অবধি এক পক্ষ কাল শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বাৎসরিক উৎসব। ৯ই জুন, ২০১৭ (২৫শে জ্যৈষ্ঠ) হইতে ২৫শে জুন, ২০১৭ (১০ আষাঢ়) পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরেও এই উৎসব সাড়ম্বরে সমাপ্ত হল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন মিশনের অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের উপস্থিতিতে ও মঠাধীন সেবক ও শতাধিক ভক্তগণ সহ শ্রীল জগন্নাথদেবের মন্ডপ সম্মুখে বহু কীর্তন দ্বারা তাঁকে নন্দিত করা হয়।

১৯শে জুন, ২০১৭—পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ১৭ই জুন কলকাতা মঠ হতে বের হয়ে রেমুনাধাম দর্শন করে শুভবিজয় করেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ ১৮ই জুন আগমন করেন ও মঠের নবনির্মিত মন্দিরের গুন্ডিচা মার্জন উৎসব পালিত হয়। সারা পৃথিবীর দিগদিগন্ত হতে ভক্ত সমাগম আরম্ভ হয়। একাদশী তিথি পরিক্রমা শুরু হয়। সকালে শ্রীজগন্নাথ মন্দির ৪ বার পরিক্রমা ও বিকালে ক্রমান্বয়ে শ্রীজগদানন্দের গৃহ, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি, সমুদ্র স্নান সম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে দর্শন ও কীর্তন দ্বারা ধামেশ্বরের আনন্দ বিধান করা হয়। ২১শে জুন আলালনাথ শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক হরি-স্মরণোৎসব। বাসযোগে তথায় সকলে গমন করেন। শ্রীরামানন্দের গৃহ, মাধবীদেবীর গৃহ আদি পরিক্রমা দর্শনান্তে আলালনাথ মঠে পৌঁছান হয়। সেথায় গুরুপূজান্তে সকল ভক্তদের সুস্বাদু প্রসাদ সেবা করেন। তৎপর আলালনাথ দর্শন করে পুনঃ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাগমন করা হয়। ২২শে জুন সকালে মঙ্গল আরত্যাদির পর শ্রীল গুরুদেব ভজন কুটিরের অপূর্ব কীর্তন রসে মঠ প্রাঙ্গন প্রফুল্লিত হয়ে

ওঠে। প্রসাদান্তে ভক্তগণ সহ গম্ভীরা, সার্বভৌম গৃহ ও সিদ্ধ বকুল আদি দর্শন করা হয়। তথায় কীর্তন ও স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়। মধ্যাহ্নে মঠে প্রত্যাগমন করা হয়। বৈকাল ৪টায় নবনির্মিত নাট্যমন্দিরের সম্মুখে মঞ্চে ভাগবত ধর্মসভা

ভাগবত ধর্মসভার একটি দৃশ্য

অনুষ্ঠিত হয়। মধুর কীর্তন ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে। গয়া মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি মহারাজ সভা পরিচালনা করেন। অতিথি বৃন্দের মধ্যে আলালনাথ শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসুন সাধু মহারাজ, গোদ্রুম শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের সহ মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ, নীলগিরি শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীপাদ বিষ্ণুপদ দাসাধিকারী (ব্রহ্মবরদা কলেজ, যাজপুর), মহান্ত ডঃ বৈষ্ণব চরণ দাস (সানামঠ পুরী), মায়াপুর ঈশোদ্যান শ্রীচৈতন্য ভাগবত মঠের আচার্য্য, ত্রিদন্ডী স্বামী বি.এস. ভাগবত মহারাজ আদি বৈষ্ণবগণ মঞ্চে উপস্থিত থাকেন।

ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সকলের বক্তৃতান্তে কীর্তন দ্বারা সভাশেষ হয়। নব নাট্যমন্দিরে শ্রীল গুরুবর্গের আলেখ্য উন্মোচন হয় শ্রীল গুরুদেবের কর কমলে এই অধিবাস লগ্নে। অপূর্ব নাট্যমন্দির আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। বৈষ্ণবগণের কীর্তন ও উদন্ড নৃত্য দ্বারা অধিবাস পালিত হয়।

২৩শে জুন, ২০১৭—এই দিনটির প্রত্যাশায় তিন বৎসর ধরে ভক্তগণ অধীর চিত্তে দিন গুনছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছায়, সেবাসচিব মহাশয়ের পরিচালনায় ও শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাস ব্রহ্মচারীর (মঠাধ্যক্ষ) প্রভুর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অপূর্ব, বৃহৎ, সুঅলঙ্কৃত ও চিত্রাঙ্কৃত মন্দিরে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণনাথ শ্রীশ্রী গৌর গদাধর বিনোদ মাধব জীউ প্রবেশ করবেন। সকাল থেকেই সুসজ্জিত রথের অপেক্ষা। সকাল ৯টায় চারটি ঘোড়া যুক্ত শুভ্র সুসজ্জিত রথের আগমন হয়। শ্রীশ্রী বিনোদ মাধব জীউ শ্রীল গুরুদেবের দ্বারা আহুত হয়ে রথে আরোহন করেন। বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তনের উল্লাসে সমগ্র গগন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শ্রীশ্রী গৌর গদাধর জীউও নৃত্যে ব্রতী হন। কিছুক্ষণ নৃত্য করে তাঁরাও রথে আরোহন করেন। সকল বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন ধ্বনি ও ভক্তদের শঙ্খ ও উলুধ্বনি দ্বারা দিগ্বিদিক মুখরিত করে তাঁরা বর্হিগত হন নগর পরিক্রমায়। সঙ্গে থাকে বিশাল ভক্ত অনুব্রজায়ী। রথ নগর ভ্রমন করে

বিগ্রহগণ সহ পরিক্রমার একটি দৃশ্য

সমুদ্র তট অতিক্রম করে সকাল ১১-৩০ মিনিটে মন্দিরে পুনঃপ্রবেশ করেন। মহিলা ভক্তগণ সুসজ্জিত আলপনা বরনডালা, শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির দ্বারা রথকে আবাহন করেন। মধ্যাহ্ন ১২-১৫ মিনিটে হরিধ্বনির মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবগণ পুষ্প বর্ষনের দ্বারা শ্রীশ্রী গৌরগদাধর ও শ্রীশ্রী বিনোদ মাধব জীউকে বরণ করেন। শ্রীল গুরুদেবের হস্ত স্পর্শের দ্বারা সমোজ্জ্বল নবনির্মিত মন্দিরের অপূর্ব সিংহাসনে আরোহন করান। ইত্যাবসরে নবগৃহে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় কৃষ্ণনগর মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজের দ্বারা। কীর্ত্তনের উল্লাসে নাট্যমন্দির মুখরিত হয়ে ওঠে। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ১২ থালি ভর্তি উপঢৌকন দ্বারা শ্রীবিগ্রগণকে নন্দিত করেন। গগণভেদী কীর্তন ধ্বনি দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোগ ও আরতির পর

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস রত সেবাসচিব মহোদয়

রথযাত্রার সম্মুখে নৃত্যরত মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ

উপস্থিত সকল ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরন করা হয়।

বৈকাল ৪টা হইতে আবার ভাগবত ধর্মসভা শুরু হয়। কীর্তন ও বৈষ্ণবগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় অবগাহন করেন ভক্তবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন মহান্ত ডঃ রামচরণ দাসজী (নবলাদাস মঠ, পুরী), মহান্ত যশোদানন্দন মহারাজ (শ্রীলধাম আশ্রম, রাধাপতিপুরা, আঠাগড়), মুম্বাই গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ, গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডীস্বামী ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ জাহ্নবীজীবন দাসাধিকারী (শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্সটিটিউট, খড়দা), আচার্য্য ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক ত্রিবিক্রম মহারাজ (রাধামোহন গৌড়ীয় মঠ, কান্টাপারি ভদ্রক) ও গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ। পরে অপূর্ব নৃত্য সহ কীর্ত্তন উল্লাসে সান্ধ্য আরতি সমাধা হয়।

২৪শে জুন, ২০১৭—প্রভাতি কীর্ত্তন আরতি অন্তে শ্রীল গুরুদেব ভজন কুটিরে কীর্ত্তনাদি হয়। তৎপর শ্রীগদাধর পন্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে টোটা গোপীনাথ মন্দিরে দর্শনে যাওয়া হয়। তথায় আরতি কীর্ত্তনাদির দ্বারা গোপীনাথকে নন্দিত করে মঠে প্রত্যাগমন করা হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১০৩ তম তিরোভাব তিথিতে মঠে তাঁর স্মরণ সভা হয়। তাঁর অতিমর্ত্ত গুণাবলীও আমাদের ন্যায় জীবের প্রতি অনুকম্পার কথা মহারাজগণ কীর্ত্তন করেন, অন্তে শ্রীল গুরুদেবের পুরী ধামে আগমন উপলক্ষ্যে শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

মধ্যাহ্নে আরতি অন্তে প্রসাদ গ্রহণ করে ভক্তবৃন্দসহ বৈষ্ণবগণ শ্রীল গুরুদেবের আর্শীবাদে গুন্ডিচা মন্দির (সুন্দরাচল) প্রাঙ্গন মার্জন উদ্দেশ্য রওনা হন। ইন্দ্রদেব বারি বর্ষন করে প্রাঙ্গন ধৌত করে রেখেছিলেন। তথায় কীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্তিত গুন্ডিচা মার্জন উৎসব শ্রবণান্তে সেবাসচিব মহোদয় শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ মার্জনের রহস্য ব্যক্ত করেন। বৈষ্ণবগণের অনুগমনে ভক্তবৃন্দ মার্জন করেন প্রাঙ্গন। নির্মল হয়ে ওঠে ঝলমল করে ওঠে সকল স্থান। ঠিক সেই মুহুর্তে শ্রীগুরুদেব তাঁর প্রাণনাথের আবাহন স্থান পরিদর্শনের উপলক্ষ্যে উপস্থিত হন। অদ্ভুত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। সহস্রাধিক ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে গগনভেদী কীর্তন ধ্বনি বৃন্দাবনীয় পরিবেশের বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। উল্লসিত চিত্তে সকলে নৃসিংহ মন্দিরে প্রবেশ করে নৃত্য কীর্তন দ্বারা তার কৃপার্শীবাদ গ্রহণ করেন এবং ঐ মন্দির প্রাঙ্গনও সুচারু রূপে ধৌত করে কীর্তন সমারোহে ইন্দ্রদুম্ন সরোবরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তথায় স্নানাদির পর খাজাবিহীন মালপোয়া প্রসাদ সেবনান্তে বিশ্রাম করে, মঠ অভিমুখে রওনা হন।

২৫শে জুন, ২০১৭—রথযাত্রা মহোৎসব এক বৎসর কাল চাতকের ন্যায় অপেক্ষামান ভক্তগণ যেন সুস্থির নিশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রতিদিনের ন্যায় ভোর তিনটা হতেই বেজে ওঠে মাইক। বৈষ্ণবগণের কীর্তনধ্বনি সকলের চিত্তকে সজাগ করিয়ে বার বার আহবান করতে থাকেন। সুনির্মল রক্তিম আকাশ সুসজ্জিত হয়ে ওঠেন। মঙ্গলারতির সুবৃহৎ বৈভবের দ্বারা প্রতিটি ভক্তের চিত্তকে আকর্ষণ করেন গৌরগদাধর রাধাবিনোদ মাধব জীউ।

শ্রীল গুরুদেব কৃপার মূর্ত্তি ধারন করে সুবৃহৎ

নাট্যমন্দিরে আগমন করে কীর্তন শুরু করান। প্রথমে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি, পরে গুরুদেবের রচিত নামকীর্তন এবং অন্তে ''গগনে ভেদিল সেই হরিধ্বনি'' মহাজনের এই বাক্য—বাক্য মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠল। ভক্তবৎসল শ্রীল-গুরুদেবের প্রেরিত শক্তি সকলের চিত্তে প্রবেশ করল মহাপ্রভুর লীলা অনুশ্রবণকারী বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন ও নৃত্য রূপ বিলাসের মধ্যে। অদ্ভুত আনন্দ। ছোট বড় ভক্তগণ সকালেই স্বাধিকারে এই কীর্তন রসে অবগাহন করলেন। সকলের ৩টি ঘন্টা নিমেষের ন্যায় উপলব্ধ হল।

সকাল ১০টায় নাট্যমন্দিরে বৈকুণ্ঠের কোটালের ন্যায় হাজির হলেন সেবাসচিব মহোদয় শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। সকল ভক্তগণকে সমবেত করে সকলকে জানাতে চেষ্টা করলেন ''আমরা গৌড়ীয়'' সুতরাং আমাদের কর্তব্য কি? গৌর কে? জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রা কে? কেন এই যাত্রার সূচনা কি ভাবে এটা পালন করা যাবে? এই আলোচনা পর্বের দ্বারা সকলের চিত্তকে ঝালিয়ে নিলেন যাতে সকলে ''সেইত পরাণনাথ পাইনু যাহা লাগি মদনদহনে ঝুড়ি গেনু'' মহাপ্রভুর এই শিক্ষা হৃদয়ে অনুধাবন করে বৈষ্ণবগণকে অনুগমন করে। দুপুর ২টার রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভক্তগণ বৈষ্ণগণকে অনুসরণ করে মঠ হতে বের হয়ে শ্রীইন্দ্রদুম্ন সরোবরের পথ অতিক্রম করে শ্রীজগন্নাদেবের রথের সম্মুখে উপস্থিত হন। শুরু হয় স্তব, স্তুতি, নৃত্য কীর্তন ও দন্ডবৎ প্রণামাদি। ভগবানের আনন্দ বিধানের জন্য দুর্দমনীয় অপূর্ব সে চেষ্টা। নৃত্য কীর্তনের রোল আকাশ বাতাস মুখরিত করতেই শ্রীবলরাম রথ আশীর্বাদ দানের জন্য এগিয়ে এলেন। সুভদ্রা দেবীও কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে অনুসরণ করলেন। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হেলেদুলে কর্ণদ্বয় খাড়া করে কীর্তন শুনতে শুনতে কমললোচন শ্রীজগন্নাথ সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ততক্ষণে সূর্য অস্তমিত। ফলে রথযাত্রা বিশ্রাম লাভ করে। বৈষ্ণবগণ মনের আনন্দে শ্রীজগন্নাথ দেবকে আরতি ও দন্ডবৎ করে মঠের দিকে রওনা হন। এই মহোৎসব প্রথমতঃ গৌর গদাধর বিনোদমাধব জীউ এর নবমন্দিরে প্রবেশ উৎসব ও পরে জগন্নাথের রথযাত্রা মহোৎসবের জন্য বিশাল সমারোহের সহিত সহস্রাধিক ভক্তগণকে নিয়ে করুণাবৎসল শ্রীলগুরুদেবের কৃপায় ও বৈষ্ণবগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সুচারু ও সুশৃঙ্খলিত অবস্থায় সুসম্পন্ন হন।

এই উৎসবে শ্রীবিগ্রহগণের আভ্যন্তরীন বিচিত্র সেবায় শ্রীপাদ নবীনমাধব দাসাধিকারী এবং সুবৃহৎ মন্দির, নাট্যমন্দির নির্মাণ ও সুসজ্জিতকরন এবং উৎসব সাফল্য-মন্ডিত করার বিষয়ে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোহন দাসাধিকারীর সেবা প্রচেষ্টা বিশেষ প্রসংসনীয়। ❑

পানিহাটি মেলায় বুকস্টল

পানিহাটী দধি চিড়া মহোৎসবে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক আয়োজিত দুইটি বুকস্টলের চিত্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীসারস্বত শ্রবণসদনে অখিল লোকমঙ্গল বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব উপলক্ষে আগামী ১৮ই শ্রাবণ ১৪২৪, বৃহস্পতিবার (ইং ৩রা আগষ্ট, ২০১৭) হইতে ২০শে ভাদ্র ১৪২৪, বুধবার (ইং ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭) পর্য্যন্ত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত মহোৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদগণের পতিত-পাবনী আবির্ভাবাদি-তিথি পূজা গৌরবিহিত সঙ্কীর্তনমুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ ভক্ত সম্মেলনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিস্মরণ-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান করিলে মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিতে না পারিলে এই ভক্ত্যঙ্গযাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদি দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ হয়।

শ্রীসজ্জন কিঙ্করাভাস
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা
২৫শে জুন, ২০১৭

মহোৎসব-পঞ্জী

৩রা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	—	পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রারম্ভ। পরদিবস দি ৯।৩২ মিঃ মধ্যে পারণ।
৪ঠা আগষ্ট, শুক্রবার	—	শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের তিরোভাব।
৭ই আগষ্ট, সোমবার	—	শ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাবতিথির ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। রাখী পূর্ণিমা।
১৪ই আগষ্ট, সোমবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন মহোৎসব।
১৫ই আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ব্রতোপবাস। নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা* সকাল ৬টায়।
১৬ই আগষ্ট, বুধবার	—	শ্রীশ্রীনন্দোৎসব। পূর্বাহ্ন ৯।৩০ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতের পারণ।
১৮ই আগষ্ট, শুক্রবার	—	অজা একাদশীর ব্রতোপবাস। পরদিবস পূর্বাহ্ন দি ৭।১৮ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
২৭শে আগষ্ট, রবিবার	—	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের (১২২ তম) বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব।
২৯শে আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর ব্রতোপবাস।
৩০শে আগষ্ট, বুধবার	—	শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-জয়ন্তী। পূর্বাহ্ন ৯।৩১ মিঃ মধ্যে শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতের পারণ। শ্রীমদ্ ভাগবত কথা সপ্তাহারম্ভ।
২রা সেপ্টেম্বর, শনিবার	—	পার্শ্বপরিবর্ত্তনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার	—	শ্রীবামন দ্বাদশী ব্রত। শ্রীবামনদেবের অর্চনান্তে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদের আবির্ভাব তিথি।
৪ঠা সেপ্টেম্বর, সোমবার	—	গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৭৯ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা মহোৎসব।
৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার		শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশী। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।
৬ই সেপ্টেম্বর, বুধবার	—	শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব, প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমা ও শ্রীমদ্ ভাগবতকথা সপ্তাহের-পূর্ণাপ্তি। মাসাধিক কালব্যাপী মহোৎসবের সমাপ্তি।

* জন্মাষ্টমী দিবসে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সকাল ৬টায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া বাগবাজার স্ট্রীট্, বিধান সরণী, মহাত্মা গান্ধী রোড, কালাকার স্ট্রীট্, রবীন্দ্র সরণী এবং গঙ্গাঘাট হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বিঃ দ্রঃ— মহোৎসবের সেবানুকূল্য সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত ধনরাশি ইনকামট্যাক্স ৮০জি ধারায় করমুক্ত।

গৌড়ীয় মিশন পরা-বিদ্যাপীঠে মৃদঙ্গ বাদন শিক্ষা, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং আরও অন্যান্য শাস্ত্রীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই সব বিষয়ে 'উপাধি' প্রদানও করা হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সত্বর যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ—৯০৮৮৩৭৩৪৬৪, ৯০৫১৭৮১৪৯৩, ৯৪৩৩৮১২৩২৩

শ্রীচৈতন্যমেলার অনুষ্ঠান সূচী—২০১৮

(অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী তথা ভক্ত পরিবারের অভিভাবকগণকে নিজ নিজ পুত্র কন্যাদের অভ্যাস করিবার জন্য নিম্ন অনুষ্ঠান সূচী প্রদর্শিত হইল)

(১) বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

গ্রুপ	বয়স	বিষয়
ক বিভাগ	১০-১৫ বৎসর	জন সাধারণের জন্য—শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান
খ বিভাগ	১৬-৩০ বৎসর	শিষ্য ভক্তদের জন্য—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবনী বানী ও প্রচার।

এই প্রতিযোগিতা দুই দিন অনুষ্ঠিত হইবে। একদিন জনসাধারণের জন্য ও একদিন শুধু শিষ্য ভক্তদের জন্য।

(২) ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ঃ—(কেবলমাত্র শিষ্য ভক্তদের জন্য)

ক বিভাগ	১৫ বৎসরের নীচে	শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের জীবন ও বাণী।
খ বিভাগ	১৬-৩০ বৎসরের মধ্যে	শ্রীভক্তিবিনোদ কীর্ত্তনাবলী, দশমূল-শিক্ষা ও উপদেশামৃত গ্রন্থ হইতে

(প্রতিযোগীগণের উত্তর অসম্পূর্ণ হইলে তাদের অভিভাবকগণও উত্তর দিতে পারিবে)।

(৩) অঙ্কন প্রতিযোগিতাঃ—

ক বিভাগ	৪-৮ বৎসর	
খ বিভাগ	৯-১১ বৎসর	জনসাধারণের জন্য—শ্রী চৈতন্যদেব
গ বিভাগ	১২-১৫ বৎসর	শিষ্য ভক্তদের জন্য—শ্রীল প্রভুপাদ ও গৌড়ীয় মিশন।
ঘ বিভাগ	১৬-২০ বৎসর	

এই প্রতিযোগিতা দুই দিন অনুষ্ঠিত হইবে, একদিন জনসাধারণের জন্য এবং একদিন কেবলমাত্র শিষ্যভক্তদের জন্য।

(৪) 'মৃদঙ্গ' বাদ্যযন্ত্র প্রতিযোগিতা

ক বিভাগ	১২ বৎসরের নীচে	**সকলের জন্য**
খ বিভাগ	১২-১৮ বৎসরের মধ্যে	
গ বিভাগ	১৮-৩০ বৎসরের মধ্যে	

(৫) আবৃত্তি প্রতিযোগিতাঃ—(কেবলমাত্র শিষ্য ভক্তদের পুত্র কন্যাদের জন্য)

ক বিভাগ	৫-১০ বৎসর	শরণাগতি (যে কোন কীর্ত্তন)
খ বিভাগ	১১-২০ বৎসর	শরণাগতি (ছয়টি অঙ্গের মধ্যে কমপক্ষে একটি)

পুনশ্চঃ শিষ্যভক্তবৃন্দও জনসাধারণের বিভাগে যোগদান করিতে পারিবেন।

যোগাযোগ—9088373464, 8017573255

আহ্বান

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত ঐতিহ্যশালী বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের নেতৃত্বে ও মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বর্তমান বৎসরে বাংলাদেশে গুরুবর্গের আবির্ভাব স্থান, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের জন্মস্থান, লীলাস্থান আদি প্রভৃতি দর্শনের জন্য এক সেবাসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভক্তগণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, যারা যারা এই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তারা নিজ নিজ পাসপোর্ট বানিয়ে নিতে ও পাসপোর্ট/ ভিসা ইত্যাদি ব্যাপারে গৌড়ীয় মিশনের অফিসে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হইতেছে।

শারদীয়া দুর্গোৎসবে আটদিন ব্যাপী পারমার্থিক ক্লাস

এতদ্দ্বারা সকল মঠবাসী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দদের জানানো হইতেছে যে, শারদীয় দুর্গোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত ক**লকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সোমবার হইতে ২রা অক্টোবর, ২০১৭** সোমবার পর্যন্ত আটদিন ব্যাপী এক বিশেষ পারমার্থিক ক্লাসের আয়োজন করা হইয়াছে। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী পূজ্যপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতিদিন ক্লাস লইবেন। উক্ত ক্লাসে প্রতিদিন **শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্গত "সনাতন শিক্ষা"** আলোচিত হইবে। ইচ্ছুক মঠবাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের উক্ত পারমার্থিক ক্লাসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাহারা উক্ত ক্লাসে অংশ-গ্রহণ করিতে পারিবেন না তাহারা Internet video Conference (SKYPE)-এর মাধ্যমে ক্লাস করিতে পারিবেন। এবিষয়ে বিশদ জানিতে হইলে 9088373464/ 8017573255 নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

ANNUAL GENERAL MEETING-2017

এতদ্দ্বারা শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার কলকাতা-৭০০০০৩ গভর্নিং বডির সদস্য/ সদস্যাদের জানানো হইতেছে যে **আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০১৭ রবিবার** সকাল এবং বিকালে যথাক্রমে Annual General Meeting ও Council Meeting অনুষ্ঠিত হইবে। সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ১১ জুন, রবিবার ২০১৭ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিদ্যাধরপুর মন্দির বাজার থানাস্থিত ১৯৯৫ সালে স্থাপিত চিন্তামণি সংঘের সহায়তায় মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরিব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ১৬২ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। কলকাতা ই. এন্. টি. বিশেষজ্ঞ ডঃ পি. আর. রায়. চৌধুরী (ডি. এম্), ডঃ শ্রীমহাদেব মণ্ডল মহাশয় সকাল ১১ টা হতে দুপুর ৪.৩০মিনিট পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ রায় ও রিন্টু চক্রবর্ত্তী এর সহযোগিতায় উক্ত কার্য সুসম্পন্ন হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/07/2017

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) দামোদরষ্টকম্, (২) গুরুমহারাজের হরিকথা (ষষ্ঠ খণ্ড), (৩) জীবে দয়া (হিন্দী), (৪) গৌড়ীয় দর্শন, (৫) শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, (৬) শ্রীশ্রীগোপীনাথ চরিতামৃত (হিন্দী) (৭) শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য (৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস (৯) ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ও (১০) শ্রীক্ষেত্র (হিন্দী) — শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org